যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

AUG. [illegible] 2008

চট্টগ্রাম বোর্ডে এসএসসির উত্তরপত্র জালিয়াতি

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এ বছরের এসএসসি উত্তরপত্র : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৫

উত্তরপত্র : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৫

উত্তরপত্র : জালিয়াতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষায় উত্তরপত্র জালিয়াতির আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ফাঁস হয়েছে। জেলার বোয়ালখালী উপজেলার গোমদণ্ডী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এক শিক্ষক পিতা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী কয়েকজন পর্যবেক্ষকের যোগসাজশে তার পুত্রের নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রে জালিয়াতির ঘটনা ঘটান। সাতটি বিষয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হলেও প্রকাশিত ফলাফলে ওই পরীক্ষার্থী অল্পের জন্য জিপিএ ৫ বা এ+ পায়নি। জিপিএ ৪.৭৫ নিয়ে সে পাস করে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বোর্ড ইতিমধ্যে ঘটনা তদন্তের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি ইতিমধ্যেই বোয়ালখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ফরিদ আহমদ ভুঁইয়াসহ সন্দেহভাজন কয়েকজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আগামী বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কমিটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা অনেকটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর এজেএম শহীদুল্লাহ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেলে রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি যুগান্তরকে জানান। শাস্তি হিসাবে অভিযুক্ত ছাত্রের ফল বাতিল এবং শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতিসহ জেল জরিমানা হতে পারে বলে বোর্ড সূত্র জানিয়েছে।

এর আগে ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তরপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে মেধা কেলেংকারির ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম বোর্ডে। ওই ঘটনায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের দুই ছাত্রকে জালিয়াতির মাধ্যমে মেধা তালিকায় প্রথম ও ১৮তম স্থান পাইয়ে দেয়া হয়।